বিক্রয়-কর বিধি সিদ্ধকরণ আইন, ১৯৫৬

(১৯৫৬-র ৭ নং আইন)

(১লা সেপ্টেম্বর, ১৯৯০ তারিখে যথা-বিদ্যমান)

আন্তঃরাজ্য ব্যবসায় বা বাণিজ্যের অনুক্রমে দ্রব্যসমূহের ক্রয় বা বিক্রয়ের উপর কর আরোপক বা আরোপণের প্রাধিকার প্রদায়ক রাজ্য-বিধিসমূহ সিদ্ধকরণার্থ আইন।

[২১শে মার্চ, ১৯৫৬]

ভারত সাধারণতন্ত্রের সপ্তম বর্ষে সংসদ কর্তৃক নিম্নরূপে বিধিবদ্ধ হইল :—

সংক্ষিপ্ত নাম।

১। এই আইন বিক্রয়-কর বিধি সিদ্ধকরণ আইন, ১৯৫৬ নামে অভিহিত হইবে।

আন্তঃরাজ্য ব্যবসায় বা বাণিজ্যের অনুক্রমে দ্রব্য-সমূহের ক্রয় বা বিক্রয়ের উপর কর আরোপক বা আরোপণের প্রাধিকার প্রদায়ক রাজ্য-বিধিসমূহ সিদ্ধকরণ।

২। কোন আদালতের কোন রায়, ডিক্রী বা আদেশ সত্ত্বেও, কোন দ্রব্যের ক্রয় বা বিক্রয়ের উপর কোন কর আরোপক বা আরোপণের প্রাধিকার প্রদায়ক কোনও রাজ্য-বিধি, যেক্ষেত্রে ১লা এপ্রিল, ১৯৫১ ও ৬ই সেপ্টেম্বর, ১৯৫৫-র অন্তর্বর্তী সময়সীমার মধ্যে আন্তঃরাজ্য ব্যবসায় বা বাণিজ্যের অনুক্রমে ঐরূপ ক্রয় বা বিক্রয় সম্পন্ন হইয়াছিল সেক্ষেত্রে, অসিদ্ধ বলিয়া বা কখনও অসিদ্ধ ছিল বলিয়া গণ্য হইবে না নিছক এই কারণে যে ঐরূপ ক্রয় বা বিক্রয় আন্তঃরাজ্য ব্যবসায় বা বাণিজ্যের অনুক্রমে সম্পন্ন হইয়াছিল ; এবং পূর্বোক্ত সময়সীমার মধ্যে উদ্‌গৃহীত বা সংগৃহীত, অথবা উদ্‌গৃহীত বা সংগৃহীত হইয়াছিল বলিয়া তাৎপর্যিত, ঐরূপ সকল কর সর্বদাই বিধি অনুসারে সিদ্ধভাবে উদ্‌গৃহীত বা সংগৃহীত হইয়াছিল বলিয়া গণ্য হইবে।

ব্যাখ্যা।—এই ধারায়, সংবিধানের প্রথম তফসিলের ভাগ গ-এ বিনির্দিষ্ট কোন রাজ্য সম্পর্কে 'কোন রাজ্য-বিধি' বলিতে ঐ রাজ্যের কোন বিধানসভা থাকিলে তৎকর্তৃক প্রণীত, অথবা ভাগ গ রাজ্য (বিধিসমূহ) আইন, ১৯৫০-এর ২ ধারা অনুযায়ী জারিকৃত কোন প্রজ্ঞাপন দ্বারা ঐ রাজ্যে প্রসারিত, কোন বিধি বুঝাইবে। ১৯৫০-এর ৩০।

৩। [১৯৫৬-র অধ্যাদেশ ৩-এর নিরসন।]

নিরসন ও সংশোধন আইন, ১৯৬০ (১৯৬০-এর ৫৮), ২ ধারা ও তফসিল ১ দ্বারা নিরসিত।